



198400 - আল্লাহ তাআলা তাঁর আইন বাস্তবায়ন ও বান্দাদেরে প্রতি রহমতস্বরূপ হাতকাটা ও পাথর নিক্ষেপে হত্যার বধিান দিয়েছেন

প্রশ্ন

চুররি অভিযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তাঁর যামানায় কারো হাত কটেছেন? ব্যভচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তিনি কি তাঁর যামানায় কাউকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করছিলেন? আমি জনকৈ দায়ীর কাছে শুনছি ইসলামী হুকুমতরে ইতিহাসে অর্থাৎ খোলাফায়েরাশদো, উমাইয়্যা খলিফত ও আব্বাসী খলিফতকালে শুধু নয়জন ব্যক্তরি হাত কাটা হয়েছে! এটা কি ঠিকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ তাআলা দণ্ডবধিগিলোর বধিান দিয়েছেন তাঁর নির্ধারতি সীমাগুলো লঙ্ঘন থেকে রক্ষা করার জন্য, বান্দার অধিকারগুলো সংরক্ষণ করার জন্য; তিনি নিজিে যগুলো রক্ষা করার নির্দেশে দিয়েছেন এবং সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য ও পবিত্র করার জন্য। তিনি এ বধিানগুলোকে ধর্মীয় বধিান হিসেবে জারী করছেন যাতে করে জানা যায় কে তাঁর প্রতিও তাঁর আইনরে প্রতি প্রকৃত ঈমানদার, কে শুনবে ও আনুগত্য করে। আর কে এ বধিানগুলোকে পরোয়া করে না এবং সীমাগুলো লঙ্ঘন করাকে কিছুই মনে করে না। তাছাড়া আল্লাহ এ বধিানগুলোকে তাদের জন্য প্রতিরোধক হিসেবে প্রদান করছেন যারা নফসরে তাড়নায় আল্লাহ যা কিছু নিষিদ্ধি করছেন সেগুলোতে লিপ্ত হয়।

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যভচারীকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করছেন এবং চোররে হাত কটেছেন। রজমরে বিষয়টি সহিি বুখারী (৬৮৩০) ও সহিি মুসলিম (১৬৯১) এর বর্ণনায় এসছে-

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন: উমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে মম্বিরে উপবিস্ট হয়ে বলেন: “আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করছেন। তাঁর প্রতি কতিব নাযলি করছেন। তাঁর প্রতি নাযলি হয়েছে রজমরে (পাথর নিক্ষেপে হত্যার) আয়াত। আমরা এ আয়াতটি পড়ছি,



মুখস্বত করছে এবং বুঝছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজম করছেন এবং তাঁর পরবর্তীতে আমরাও রজম করছি। আমার আশংকা হচ্ছে- দীর্ঘ সময় পার হলে কটে কটে বলবে: আমরা আল্লাহর কতিবায় রজমের বধিান পাই না; এভাবে তারা পথভ্রষ্ট হবে এবং আল্লাহর নাযলিকৃত একটা বধিানকে বর্জন করবে। নশ্চয় কোন ববাহতি নর বা নারী যদি ব্যভচারে লিপ্ত হয়; এবং এর প্রমাণ পাওয়া যায় কথিবা গর্ভধারণ সাব্যস্ত হয় কথিবা তাদের স্বীকারকৃতি পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহর কতিবায় তাদের জন্য রজমের বধিান সত্য।”

সহহি মুসলমি (১৬৯২) জাবরে বনি সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “আমি দেখেছি মায়যে বনি মালকে (রাঃ) কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাজরি করা হল। তিনি ছিলেন খাটো ও বলষ্টি দহেরে অধিকারী এক লোক। তার গায়ে চাদর ছিল। তিনি চারবার নজিরে উপর ব্যভচার করার সাক্ষ্য দলিনে। তার কথা শুনলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সম্ভবত তুমি (চুম্বন করছে কথিবা জড়িয়ে ধরছে)? তিনি বললেন: না; আল্লাহর শপথ! নশ্চয় সে ব্যভচার করছে। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর তিনি তাকে রজম (পাথর নক্ষিপে হত্যা) করলেন..।”

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন:

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যনিার অভিযোগে যাদেরকে পাথর নক্ষিপে হত্যা করছেন তারা সবাই পরচিতি ও সংখ্যায় কম। তাদের ঘটনা সংরক্ষতি ও সবার জানা। তারা হচ্ছেন- গামদেয়িয়া বংশেরে এক নারী, মায়যে, ঐ মহলিা যনি তার কাজরে লোকরে সাথে ব্যভচার করছেন এবং দুইজন ইহুদী লোক।”[আল-তুরুক আল-হুকময়িয়া (পৃষ্ঠা-৫৩) থেকে সমাপ্ত]

আর চোরেরে হাত কাটার বযিট: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষ চোর ও মহলিা চোরেরে হাত কটছেন:

সহহি বুখারী (৬৭৮৮) ও সহহি মুসলমি (১৬৮৮)এ আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সময়ে মক্কা বজিয় অভিযানকালে যে মহলিা চুরি করছিলি তার ব্যাপারে কুরাইশরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। তারা বলে: তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কাছে কে সুপারশি করবে? তারা বলল: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে প্রয়িভাজন উসামা বনি যায়দে ছাড়া আর কার সে সাহস আছে? সে মহলিককে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কাছে হাজরি করা হল। তখন উসামা বনি যায়দে সে মহলিার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কাছে কথা বললেন। তার কথা শুনলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে চহোরা লাল হয়ে গলে। তিনি বললেন: “তুমি কি আল্লাহর হৃদ (দণ্ডবধিা) এর ব্যাপারে সুপারশি করতে এসছে?” তখন উসামা বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। যখন সন্ধ্যা হল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দয়ো শুরু করলেন। প্রথমতে আল্লাহর যথাপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন: “আম্মা বাদ (পর সমাচার): তোমাদেরে পূর্ববর্তী উম্মতরো ধ্বংস হয়েছে কারণ তাদেরে মধ্যে উচ্চ বংশেরে কটে চুরি করলে তারা তাকে ছড়ে দতি। আর তাদেরে



মধ্যযুগে দুর্বল কটে চুরি করলে তারা তাকে শাস্তি দিত। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যদি (আমার ময়ে) ফাতমো বনিতা মুহাম্মদ চুরি করত আমি তার হাত কটে দিতাম।” এরপর ঐ মহিলার হাত কাটার নির্দেশে দলিলে এবং তার হাত কাটা হল।

সাফওয়ান বনি উমাইয়্যা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: এক লোক একটা চাদর চুরি করল। তিনি বিষয়টা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উত্থাপন করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত কাটার নির্দেশে দলিলে। তখন সাফওয়ান বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তাকে মাফ করে দলাম। তিনি বললেন: “আবু ওহাব (ওহাবের বাপ), তুমি আমার কাছে আসার আগে এটা করলে না কেনে?” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত কাটলেন।” [সুনানে আবু দাউদ (৪৩৯৪), সুনানে নাসাঈ (৪৮৭৯), হাদিসের এ ভাষ্যটি সুনানে নাসাঈর এবং আলবানি তার সহি সুনানে নাসাঈ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি আখ্যায়িত করছেন]

তিনি:

যে ব্যক্তি বলে যে, ইসলামী খলিফতের ইতিহাসে আব্বাসী খলিফতের শেষ পর্যন্ত মাত্র নয়জন ব্যক্তির হাত কাটা হয়েছে এ দাবী একবোরবে অবান্তর। বরং এর সঠিক পরিসংখ্যান করা সম্ভবপর নয়; ইসলামী রাজ্যগুলোর বিস্তৃতি এবং শহর-বন্দররে আধিক্যের কারণে। তাই এ দীর্ঘকালব্যাপী এ সবগুলো শহররে পরিসংখ্যান করা অসম্ভব। আমরা এমন কোন ইতিহাস জানি না যে, খলিফারা ও তাদের গভর্নরবর্গ প্রতটি ছোট ও বড় শহরে চুরির অভিযোগে যাদের হাতকাটা হত তাদের সংখ্যার পরিসংখ্যান করতেন। এটি ঘটাই সম্ভবপর নয়; থাকতো তারা এদের সংখ্যা ‘নয়’ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে উল্লেখ করবনে! বরং নশ্চিতিভাবে বলা যায়, এই দীর্ঘ সময়কালে চুরির অভিযোগে যাদের হাত কাটা হয়েছে তাদের সংখ্যা আরও অনেকে বেশি।

এ উক্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপে করার ও এর উপর নির্ভর করার সুযোগ নেই।

তাছাড়া এ উক্তিকারীর এর পছন্দে উদ্দেশ্য কি। আল্লাহর কতিব ও রাসূলের সূন্যহতে এ বধিান সাব্যস্ত হয়েছে। এ বধিান যে, ফরজ এ ব্যাপারে কোন আলমে দ্বিমিত করবেনা?!

আল্লাহই ভাল জানেন।